JAN. 07 2002

JAN. 08 2002

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

জোট সরকারের প্রথম শতদিনের কার্যক্রম-৪

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত মেয়েদের বিনা পয়সায় শিক্ষাদানের সিদ্ধান্ত যুগান্তকারী পদক্ষেপ

এলাহী নেওয়াজ খান ॥ জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনটি পদক্ষেপ জনগণের প্রশংসা কুড়িয়েছে। এর একটি হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা ফ্রি করে দেয়া। দ্বিতীয়টি হচ্ছে পলিথিন শপিং ব্যাগের অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করার উদ্যোগ। তৃতীয়টি হচ্ছে যথাসময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পাঠ্যপুস্তক পৌছানোর ব্যবস্থা করা।

জোট সরকার শপথ নেয়ার মাত্র আড়াই মাসের মধ্যে ঐ তিনটি পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে বিরাট কাজ। বিশেষ করে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত বিনা পয়সায় মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এর ফলে দরিদ্র পরিবারের মেয়েরা শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে যে, একটি মেয়ে উর্চ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর কি করবে? সে কি নিপীড়ন থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবে? কারণ বাংলাদেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা, তাতে একজন মেয়ে কিংবা ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করেও বছরের পর বছর বেকার থাকছে। দিন দিন শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা

ঃ ১৪-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

জোট সরকারের প্রথম শতদিনের কার্যক্রম

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাড়ছে। আর দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে যে, যতক্ষণ তারা উপার্জন করতে সক্ষম না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে নির্যাতনের ঝুঁকির মধ্যে থাকতে হয়। সেটা নিজ পরিবার থেকে হতে পারে আবার স্বামীর ঘরে গিয়েও হতে পারে। ফলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হতে হবে যে, একজন যাতে উচ্চ শিক্ষিত হয়ে অনায়াসে দেশে কিংবা বিদেশে চাকরি নিতে পারে।

মোদ্দা কথা হচ্ছে যে, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে কোটি কোটি শিক্ষিত বেকার সৃষ্টির পরিবর্তে আমাদের এমন একটি বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা উপহার দিতে হবে যাতে আমাদের ছেলেমেয়েরা কেবল দেশে নয়, বিদেশেও প্রতিযোগিতায় টিকে যেতে পারে।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সবচেয়ে ত্রুটিপূর্ণ দিক হচ্ছে, আমরা ইংরেজী শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেছি। এখন এমন অবস্থা হয়েছে যে, আমাদের দেশের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর জন্য ভারত থেকে ইংরেজী শিক্ষক আমদানী করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, কারিগরী শিক্ষার দিক থেকে আমরা এতটা পিছিয়ে পড়েছি যে, টেক্সটাইল সেক্টরেও ভারত থেকে বিশেষজ্ঞ আমদানী করা হয়েছে। এ ধরনের একজন ভারতীয় কর্মকর্তা মাসে ১ লাখ টাকা থেকে ৪ লাখ টাকা পর্যন্ত বেতন পেয়ে থাকেন।

আমাদের জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে সর্বাধিক বরাদ্দ থাকলেও বর্তমান ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। মালদ্বীপে সকল ছাত্রছাত্রী বিনা পয়সায় লেখাপড়া করে। কিন্তু সেখানে শিক্ষা ব্যবস্থার একটিই মানদণ্ড রয়েছে। অর্থাৎ সকল ছাত্রছাত্রী ইংলিশ মিডিয়ামে 'ও' লেভেল পর্যন্ত পড়াশোনা করে। পরে ও লেভেল পাস করে অনেকেই চাকরিতে ঢুকে পড়ে। এরপর যারা সক্ষম তারা উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে চলে যায়। তাই বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষার যে করুণ হাল, তা থেকে উত্তরণের জন্য অবশ্যই প্রাথমিক পর্যায় থেকে ইংরেজী শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ জরুরী হয়ে পড়েছে। এই ইংরেজী দুর্বলতার কারণে আমাদের সরকারী কর্মকর্তারা বিদেশে গিয়ে খুবই নাজুক অবস্থার মধ্যে পড়ে যান।

এই প্রসঙ্গে একটি ঐতিহাসিক ভুলের কথা আমাদের উল্লেখ করতে হয়। ভারতবর্ষে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার পর ১৮২৭ সালে লর্ড ম্যাকলে উর্দু ও ফার্সী ভাষার পাশাপাশি ইংরেজী শিক্ষা চালু করেন। তখন ভারতবর্ষের মুসলমানরা ইংরেজী শিক্ষা থেকে পিছিয়ে যায় আগ্রাসী শক্তির প্রতি ঘৃণা প্রদর্শনের জন্য। তবে তখন এটা প্রচার করা হয় যে, মুসলমানরা ইংরেজী ভাষা বেদ্বীনদের ভাষা হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেছে। যে কারণেই হোক ভারতবর্ষের মুসলমানরা ইংরেজী শিক্ষার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করায় পরবর্তীতে চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে। পরবর্তীতে এজন্য আলেমদের দায়ী করা হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ব পাকিস্তানের উঠতি শিক্ষিত জনরা একই ভুল করে বসেন। উর্দুকে পশ্চিম পাকিস্তানীদের ভাষা হিসেবে প্রত্যাখ্যান করে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করতে গিয়ে এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছেন, ইংরেজী জানা লোকের সংখ্যা কমতে কমতে হাতেগোনা অবস্থায় চলে এসেছে। এ প্রসঙ্গে বলতে হয় যে, আমরা উর্দুর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলাম- এটা ঠিকই ছিল। কিন্তু কেন ইংরেজী শিক্ষা থেকে সরে দাঁড়ালাম এটা এখনও রহস্যঘেরা।

বর্তমানে বাংলাদেশের বিত্তশালীদের সন্তানদের ছাড়া আর কারও পক্ষেই ইংরেজী মিডিয়ামে লেখাপড়া শেখানো সম্ভব হচ্ছে না। যার ফলে শিক্ষা লাভ করেও অশিক্ষিত রয়ে যাচ্ছে। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে আমরা ক্রমান্বয়ে পিছনে পড়ে যাচ্ছি।

এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য অবশ্যই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। তা না হলে বিনা পয়সায় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পড়ালেও কোন কাজে আসবে না। তাই এজন্য একটি যুগোপযোগী শিক্ষানীতি উপহার দেয়ার জন্য বর্তমান সরকারের শিক্ষামন্ত্রী একটি জাতীয় কনভেনশন ডেকে সুপারিশমালা নিতে পারেন। উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যেতে হলে এর কোন বিকল্প আর নেই।